দৈনিক সংবাদ

435

তারিখ ... JUN 4 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৪

প্রতিক্রিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচন ও কিছু প্রসঙ্গ

এ এন রাশেদা

...হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট কর্তৃক সিনেট নির্বাচন '৯৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে একত্রিশ হাজার ভোটারের এত ব্যাপক নির্বাচন এই প্রথম। গত '৯৫-এর নির্বাচনে এ সংখ্যা ছিল ৬ হাজার। সংখ্যা বৃদ্ধির দিকটিকে ভালমন্দ দু'ভাবেই ব্যাখ্যা করা চলে। সেবার প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল ছিল- তিনটি, এবার চারটি। তবে প্রার্থী ২১১ জন। জাতীয়তাবাদ ও জামাত সমর্থিত, স্বতন্ত্র ঐক্য পরিষদ, আওয়ামী লীগ সমর্থিত এবং বামধারা ও দল নিরপেক্ষ সমর্থিত।

গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ নামে একটি প্যানেল থাকলেও অতি উৎসাহীরা মাঝে মধ্যে আওয়ামী লীগের প্যানেল বলে দাবি করে থাকে এবং জয়লাভ করলে পত্রপত্রিকায় প্রচারণাও চালানো হয় আওয়ামী লীগের বিজয় বলে। এবার আর একটু আগ বাড়িয়ে জনৈক ব্যক্তি প্রটোকল ভেঙে এক সভায় এসে বক্তৃতাকালে জানালেন, 'এ দল আওয়ামীভাবাপন্ন দল, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসারীদের দল। এ দলে আসার এটাই হল পূর্বশর্ত।

সম্প্রতি দৈনিক 'সংবাদ'-এ মুক্ত আলোচনায় সোহরাব হাসান 'অর্জন বিভাজন সন্ত্রাস এবং অতঃপর' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখেছেন। সোহরাব হাসান ভাল লেখক, তাই সূক্ষ্মভাবে মনের ভাব ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবার 'প্রগতি পরিষদের' আত্মপ্রকাশ দেখে এবং শঙ্কিত হয়ে বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির যেন পরাজয় না হয়। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি হিসেবে আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা আওয়ামী লীগকে বুঝিয়ে থাকেন। তার অর্থ দাঁড়ায় মুক্তিযুদ্ধ একা আওয়ামী লীগই করেছে। আওয়ামী লীগ কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে- কিন্তু কলকারখানা পে-অফ, লে-অফ, তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে দেশীয় অর্থনীতিকে ধ্বংস করার মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো থাকতে পারে না। আবার সেনা ছাউনির মধ্যে জন্ম নেয়া বঙ্গবন্ধু হত্যা সমর্থনকারী দলের অর্থনৈতিক কর্মসূচির সাথে আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক কর্মসূচির 'পার্থক্য নেই'-এর ঘোষণা, বস্তি উচ্ছেদের ঘোষণা প্রভৃতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে কতটুকু সহায়তা করে তা সচেতন মানুষ ভেবে দেখবেন বৈকি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে ঘাতক-দালালদের বিচারের ব্যবস্থা জোরদার না করার- মিলই বা কোথায়?

এখন আসা যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা বিতাড়িত হয়েছে বা ছাত্রলীগে যোগদান করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহ এখন ছাত্রলীগ ক্যাডারদের দখলে। 'বিশ্ববিদালয়ে বন্দুকযুদ্ধ', 'নবীন-প্রবীণ ক্যাডারদের দ্বন্দ্ব', 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহ সন্ত্রাসীদের দখলে'-শিরোনামগুলো সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঙ্গিত বহন করে না। এদেশের বুদ্ধিজীবীরা যদি এসবের বিরুদ্ধে না বলেন, বরঞ্চ এদেরই গায়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তির লেবেল এঁটে দেন— তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহতই রয়ে যাবে। অনেকে বলবেন জাতীয়তাবাদীরা জিতলেও তো তাই করবে। অবশ্যই তাই। আর সে কারণেই তো এ দুই ধারার বাইরে ভিন্ন ধারার শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে যাওয়া।

সোহরাব হাসান স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন স্বাধীনতার পক্ষশক্তির দুটি প্যানেলের কারণে যেন স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বিজয় মুকুট ছিনিয়ে না নেয়। আর ১৬ জন বুদ্ধিজীবী স্বাধীনতার পক্ষশক্তি বলতে কেবল এক পক্ষকেই বুঝিয়েছেন। এবারের সিনেট নির্বাচনে সাড়ে ৩১ হাজার ভোটারের মধ্যে ২১১ জন প্রার্থী হয়েছেন। ১৬ জন বুদ্ধিজীবী কি বাকি ১৮৬ জনকেই মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তি বলে মনে করলেন? অথচ অনেক মুক্তিযোদ্ধা এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদ বা সামাজিক আন্দোলনের যোদ্ধারাও সিনেট নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। নিজের কথা বলা অশোভন মনে হলেও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি যে, মাসিক শিক্ষাবার্তার উদ্যোগে যেসব সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেমন 'নিরাবরণ সংবিধান : মুক্তিযুদ্ধের লুণ্ঠিত চেতনা', 'শিক্ষা দর্শন, লক্ষ্য ও সমাজ বিজ্ঞান চর্চা : সমকালীন বাংলাদেশ', 'পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি', 'রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান শিক্ষা ভাবনা' এ ধরনের আরও অনেক। এছাড়াও আছে শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়ন কর্মসূচি, রিফ্রেসার্স কোর্স- এসব অনুষ্ঠানে এদের অনেকেই এসেছেন- তাহলে কি এতদিন তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তির আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলোচনা বা সভাপতিত্ব করেছিলেন?

সোহরাব হাসান বাংলা একাডেমির নির্বাচনে স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির বিজয় হয়েছে বলে বাকি সবাইকে বিরুদ্ধ শক্তিতে ফেলে দিয়েছেন। অথচ তাদের মধ্যে সংবাদ-এরই সাবেক সাংবাদিক চপল বাশার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাসুদ মান্নান, পাবলিক লাইব্রেরির জিল্লুর রহমান, নাসরীন রহমান, সাঈদা জামান- এরা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তি বলে দেশবাসীর জানা নেই। আলাউদ্দিন আল আজাদ ও লুৎফর রহমান রিটন তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির প্যানেল থেকে নির্বাচিত হননি। তাহলে ঐ যুক্তি অনুসারে এরা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তি এমন সরলীকরণ কতটুকু যৌক্তিক?

আমাদের ১৬ জন বুদ্ধিজীবী ২৫ জনকেই নির্বাচিত করার যে আহ্বান জানিয়েছেন- তাতে ভোটারদের পছন্দ করার অবকাশ থাকল কোথায়? ০০ কে ৭০ ও ৫০ করার অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশবাসী সন্ত্রাসমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত করতে চায়— হবে কি সম্ভব? কালো টাকার খেলায় বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই যে হারিয়ে যাবে না- সে কথা হলপ করে ১৬ জন বুদ্ধিজীবী কি বলতে পারেন?

বুদ্ধিজীবীরা দেশের সম্পদ। নানা সময়ে তাদের সুপরামর্শ দেশের সুনামকে বৃদ্ধি করতে পারে। প্রায়শই তাদের বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঢাকা শহরে সরকারের বস্তি 'উচ্ছেদের' মত অমানবিক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে কোন বিবৃতি চোখে পড়েনি— কেউ কেউ অবশ্য কলমে লিখেছেন- তা তো রুটিন মাফিক হতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে এই উচ্ছেদের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। '৭১-এর ২৫শে মার্চের সেই ভয়াল রাতে পাক বাহিনীও সকল কিছুর মূলে বস্তিবাসীকে চিহ্নিত করেছিল, তাই তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বুলডোজার চালিয়েছিল, আগুন দিয়েছিল। আজও তাই মনে করা হচ্ছে। বস্তিতে তখনও বাঙালি ছিল, আজও বাঙালি রয়েছে। তবে আজকের বাঙালির জন্য আওয়ামী লীগের বা বুদ্ধিজীবীদের মন কাঁদে না। নরসিংদীতে শতাধিক লোকের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তির দাবিতে জনমত গড়ে তোলা হয় না। সারাদেশ আজ গডফাদারদের হাতে জিম্মি, ঋণখেলাপি ও কালো টাকার মালিকদের কাছে জিম্মি। সন্ত্রাসীদের গডফাদার ও ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা কোন সময়েই বিবৃতি দেননি— এরা দেশ ও জাতিকে যতই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাক। কিন্তু শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি বলে তাদের ২৫ জনের পক্ষে ভোটদানের আহ্বান- বুদ্ধিবৃত্তিক মানসিকতা ও সততার পরিচায়ক কি না- তা ভেবে দেখতে হবে। দেশবাসী বিষয়টি আজ না হোক, বিশ বছর পর ভেবে দেখবে আশা করি।

নিরঙ্কুশ শক্তির ভাবনা উন্মত্ততা বাড়ায়। তার নজির ফেনীর ঘটনাবলী, সিলেট, চট্টগ্রামসহ দেশের প্রায় সর্বত্র। তাই তা প্রশমনের জন্যই ভিন্নধারায় শক্তি সঞ্চয় আজ বড় প্রয়োজন- যে লক্ষ্যে কাজ শুরু অত্যন্ত জরুরি। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট কর্তৃক সিনেট নির্বাচনে একাধিক শক্তির আবির্ভাব কোন অশুভ ইঙ্গিত নয়। আজকের বীজ একদিন মহীরুহে পরিণত হবেই।

❑ লেখক— শিক্ষক, নটরডেম কলেজ; সম্পাদক শিক্ষাবার্তা; সমন্বয়ক, প্রগতি পরিষদ।